গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহনে সভা/ কর্মশালার প্রতিবেদন

প্রধান আলোচক: জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সঞ্চালক : জনাব মো: মুহিবুর রহমান, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
স্থান : রংপুর বিভাগ, রংপুর।
তারিখ : ১২ আগস্ট ২০২২।

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর সঞ্চালনায় রংপুর বিভাগীয় উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে অংশীজনের সভা/ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সিনিয়র সচিব জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, জেলা প্রশাসক রংপুর এবং রংপুর বিভাগের সকল পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ মোট ২১০ জন আরডিআরএস, রংপুর এর সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত থেকে মাঠ পর্যায়ে শুদ্ধাচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শুরুতেই মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকমন্ডলী, বিভাগীয় এবং বিভাগ বহির্ভূত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সকলেই আমাদের অংশীজন। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় আমরা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারি। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সকলেই যদি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি তাহলেই সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি সকলকেই নিবেদিতভাবে কাজ করার আহবান জানান।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ) জনাব মো: আনছারুজ্জামান, সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান। নির্ধারিত সময়ে চাহিদা প্রেরণ এবং ত্রৈমাসিক বিভাজন মোতাবেক ব্যায় সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন। এছাড়া ibas++ এ অর্থ ছাড় এবং ব্যয় নিষ্পন্ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিনিয়ত যাচাইয়ের নির্দেশনা দেন। জনাব মো: আবু সালেহ সরকার উপজেলা শিক্ষা অফিসার, চিলমারী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বরাদ্দ দেয়া হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ibas++ এ তা প্রদর্শিত না হওয়ায় বিল পাশে অহেতুক বিলম্ব হয়ে যায়। তিনি বরাদ্দ পত্র প্রদানের সাথে সাথেই ibas++ এ posting নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে পরিচালক (অর্থ) যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে ibas++ এ posting নিশ্চিত করা হবে মর্মে জানান। তিনি কোড ভিত্তিক ব্যয় নিশ্চিত, ব্যয় নিষ্পন্ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং চাহিদা নির্ধারিত সময়ে মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে জনাব রুনা লায়লা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, ঠাকুরগাঁও, জনাব নাজমা বেগম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, তাদের আর্থিক সমস্যাগুলো নিয়েও কর্মশালায় আলোচনা করেন।

প্রধান শিক্ষক, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর তাঁর বক্তব্যে জানান যে, উপবৃত্তির অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো কোনো অভিভাবক মোবাইলে পান না। এ বিষয়ে তিনি মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মহাপরিচালক জানান, বর্তমানে নগদের মাধ্যমে টাকা পাঠানো হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে ৯৯.৯% অর্থ নিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে অল্প কিছু অর্থ বিভিন্ন ধরণের ভুলভ্রান্তির জন্য বাউন্স করছে। শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধন এবং হিসাব নম্বর সঠিক থাকলে অর্থ প্রাপ্তিতে সমস্যা হবে না।

জনাব মো: জাকিরুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, গাইবান্ধা জানান যে, তার এলাকায় নবজাতীয়করণকৃত ২টি স্কুল ibas++ নাম এন্ট্রি না থাকার কারণে কোন প্রকার বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে না। ফলে বিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা জানান যে, তার জেলায় এ ধরণের বিদ্যালয় আরও রয়েছে। রংপুর বিভাগের এ ধরণের সকল বিদ্যালয়ের তথ্য আগামী ১৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ এর মধ্যে ibas++ এন্ট্রির নিমিত্ত প্রেরণ নিশ্চিত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণকে মহাপরিচালক, নির্দেশনা দেন।

জনাব দিলীপ কুমার বণিক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, তাঁর বক্তব্যে জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে শুদ্ধাচার কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমগুলো নির্দিষ্ট সময় এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। প্রাথমিক শিক্ষার মনোনয়নে কিছু কিছু কার্যক্রম বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর্থিক ব্যয়ে সতর্ক থেকে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, SLIP, ক্ষুদ্র মেরামত প্রাথমিক ও অন্যান্য বরাদ্দসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয় না, যা অভিযোগ আকারে অবহিত করা হয় এবং বিভিন্ন পত্র- পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। আয়ন- বায়ন কর্মকর্তাগণকে যথাসময়ে এবং আর্থিক বিধি বিধান মেনে সকল বরাদ্দ ব্যয়ে এবং পরবর্তীতে বিল ভাউচার নিষ্পত্তি করারও জোর তাগিদ দেন। এছাড়া শিক্ষকগণকে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণি কক্ষে প্রতিফলন করছেন না। তিনি শিক্ষকগণকে শ্রেণি কক্ষে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে মানসম্মত শিখন শেখানো নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানান।

জনাব বুরজাহান কবীর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না মর্মে মহাপরিচালক মহোদয়কে অবহিত করেন। ফলে শিক্ষার্থীরা কিন্ডার গার্টেন স্কুলে যাচ্ছে। এছাড়া ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা না থাকায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়ছে না। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে মূল্যায়নের বিকল্প নাই। পরীক্ষাভীতি দূর করতে অধ্যায় শেষে মূল্যায়ন অথবা ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মহাপরিচালক, প্রাথমকি শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে জানান যে, শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শেখন-শেখানো নিশ্চিত করতে অবশ্যই শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে পাঠদান করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন আন্তরিকভাবে করতে হবে। মহাপরিচালক মহোদয় সভায় জানান যে, সিটিজেনস্ চার্টার অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কোন সেবা প্রত্যাশি কোন কাজে কর্মকর্তাদের নিকট বা অফিসে যাবেন না। তারা স্ব স্ব কর্মস্থল/অবস্থান থেকেই সুবিধা পাবেন। একজন শিক্ষার্থীকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকদের আন্তরিকতার সাথে পাঠদান ও নৈতিক শিক্ষার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

সিনিয়র সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অংশীজনকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আলোচনার শুরুতেই একজন শিক্ষার্থী শ্রেণি পাঠদান শেষে দৃশ্যমান শিখনফল অর্জন করতে পারছে কি না সে বিষয়ে শিক্ষকদের নিকট জানতে চান। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রশ্নের জবাবে, ১। জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র রায়, সহকারী শিক্ষক, দিনাজপুর ২। জনাব মাছুমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম, ৩। জনাব উম্মে রওশন, প্রধান শিক্ষক, বদরগঞ্জ, রংপুর, ৪। জনাব ওয়ালিউর রহমান, প্রধান শিক্ষক এবং ৫। জনাব কৃষ্ণা রানী, প্রধান শিক্ষক, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর জানান যে, বর্তমানে স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষকগণকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা এবং ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষকগণের জবাবে সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, সবকিছু ঠিক থাকলেও আমরা কেন শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছিনা আর কেনই বা বিদ্যালয়ে আশানুরুপ উপস্থিতি নেই। অবশ্যই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি রয়েছে যা আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি সম্প্রতিকালে কয়েকটি বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কঠোর হতে পরামর্শ দেন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের উদ্দেশ্য বলেন এখনো কোথাও কোথাও বদলি শিক্ষকের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি তাদের নির্দেশনা দেন। অন্যথায় জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হবে মর্মে জানিয়ে দেন।

বিভাগীয় উপপরিচালক রংপুর বিভাগ, রংপুর তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, মানসম্মত শিক্ষা না হলে কখনই উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখা যাবে না। অনিয়মিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের তিনি নির্দেশনা দেন।

জেলা প্রশাসক রংপুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ বেশী আন্তরিক তাদের বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মানও তত ভাল। শিক্ষকগণই বিদ্যালয়কে আলোকিত করতে পারেন। শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করেন তবে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই বিদ্যালয়মূখী হবে এবং কোন শিক্ষার্থী ঝরে পড়বে না। একজন শিক্ষার্থীকে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

বিভাগীয় কমিশনার জনাব সাবিরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, আগের দিনের তুলনায় বর্তমানে স্কুলের পরিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও গুণগতমানের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি তাঁর শৈশব কালে পাবনা শহরের কৃষ্ণপুর সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তেব্যে বলেন সে সময় বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া/প্রজেক্টর না থাকলেও শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতার কারণে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব ছিল। তিনি রংপুর বিভাগ বরেণ্য ব্যক্তিগণের নাম স্মরণ করে এ বিভাগে শিক্ষার প্রসার লাভে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অংশীজনের সাথে মতবিনিময় কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

১। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও শ্রেণিকক্ষ, মাঠ এবং ভবনের ছাদ পরিস্কার -পরিচ্ছন্ন রাখা।
২। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য অভিভাবক/মায়েদের সাথে আলোচনা করা ও প্রয়োজনে হোমভিজিট বৃদ্ধি করা।
৪। শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি এগিয়ে নিতে দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে শ্রেণি শিক্ষক/ পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা নিরাময়ের ব্যবস্থা করা।
৫। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণি কক্ষে প্রয়োগ এবং উপকরণ সমৃদ্ধ পাঠ উপস্থাপন এবং পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করা।
৬। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দেয়া।
৬। যে সব বিদ্যালয় জাতীয়করণের গেজেটভূক্ত হওয়ার পরও ibas++ এ নাম এন্ট্রি হয়নি তাদের তালিকা জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করা।
৭। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।
৮। অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯। পাঠদান চলাকালে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অব্যাহত রাখা। প্রতি অধ্যায় পাঠদান শেষে মূল্যায়ন করতে হবে।
১০। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ এবং সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১১। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তাদের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।

১৭/০৮/২০২২
১। মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন শাখা)
র‍্যাপোটিয়ার

ও

১৭/৮/২২
২। মো: হাবিবুর রহমান
শিক্ষা অফিসার (মহাপরিচালকের দপ্তর)
র‍্যাপোটিয়ার

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.১০৭.১৮.০০৬.২২- ১৫৪

তারিখ: ০২ ভাদ্র, ১৪২৯ / ১৭ আগস্ট, ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১. পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে জাতীয় শুদ্ধাচার বক্সে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৪. বিভাগীয় উপপরিচালক, রংপুর (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণের অনুরোধ)।
৫. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অতিরিক্ত মহাপরিচালক/অতিরিক্ত মহাপরিচালক পিইডিপি-৪ এর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. অফিস কপি।

১৭/০৮/২২
মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার
শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন শাখা)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর